করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(১) গৃহীত কার্যক্রম:

(ক) স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর লক্ষণ দেখা দিলে তাদেরকে কর্মস্থলে না আসার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

(খ) এ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার সরবরাহ করাসহ এগুলি ব্যবহারে উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

(গ) অফিসের প্রবেশপথে জুতা জীবাণুমুক্ত করার জন্য ট্রে, পাপোস স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিদিন ব্লিচিং পাউডার দেওয়া হয়;

(ঘ) অফিস কক্ষ, দরজা ও টেবিল চেয়ার জীবাণুমুক্ত করার জন্য ডেটল/স্যাভলনযুক্ত পানি এবং জীবাণুনাশক দ্বারা স্প্রে করা হচ্ছে।

(২) অধিদপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড:

(ক) বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবলায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সার্জিক্যাল মাস্ক, টেস্টিং কিট, চিকিৎসকদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি আমদানিতে প্রযোজ্য সকল শুল্ক মওকুফ করে ২২ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং পরবর্তী পর্যায়ে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত শুল্ক কর মুক্ত সুবিধা বর্ধিত করা হয়েছে। **পরবর্তীতে আরও বৃদ্ধি করে আগামী ৩০.০৬.২০২১ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়েছে।**

(খ) সাধারণ শুল্ক কর মুক্ত সুবিধায় সুরক্ষা সামগ্রী আমদানি সুবিধা প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন জনহিতকর দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রী ও যন্ত্রপাতির বিশেষ মওকুফ আদেশ জারি করা হয়। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, এনজিও প্রতিষ্ঠান CANBE, অরুণাচল ট্রাস্ট, বাংলাদেশ পুলিশ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, Jack ma Foundation, এসএসএফ, United Nations Office of Project Service, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, Save the Children সহ অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ শুল্ক-কর মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;

(গ) করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে আমদানিকৃত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, জরুরী চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবাসামগ্রী শুল্কায়নসহ খালাস প্রদান এবং রপ্তানি ও ইপিজেড-এর কার্যক্রম সচল রাখার লক্ষ্যে সকল কাস্টম হাউস ও কাস্টম স্টেশনসমূহে বিশেষ ব্যবস্থায় দাপ্তরিক কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে;

চলমান পাতা-০২

(ঘ) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে চট্টগাম বন্দরে সৃষ্ট কন্টেইনার জট নিরসনে বন্দরে অবস্থিত অফডকসমূহে অনুমোদিত ৩৮টি পণ্যের অতিরিক্ত আরও ৬ ধরণের পণ্য ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করা হয়। **বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জট নেই।**

(ঙ) করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক দেশের অভ্যন্তরীণ সাপ্লাই-চেইন স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে সকল কাস্টম হাউস ও কাস্টমস স্টেশনসমূহ স্বাভাবিক দাপ্তরিক কাযক্রম চালু রাখা হয়েছে;

(চ) বর্তমানে শীত মৌসুমে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির আশংকা পরিলক্ষিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত 'No mask no service' নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

(ছ) ভারত হতে অনুদানের ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য ২০ লক্ষ/৩৫ লক্ষ কোভিড-১৯ টিকা সহজে আমাদানি, শুল্ক-কর মুক্ত সুবিধায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে খালাস ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পরিপালনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রস্তুতি/উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শুল্ক স্টেশন ও কাস্টস হাউসগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ভবিষ্যতে সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে আমদানিতব্য টিকা খালাসের ক্ষেত্রেও আনুষ্ঠানিকতাসমূহে সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(জ) করোনাকালে যে সকল করদাতা যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে সক্ষম হননি তাদের সুবিধার্থে আয়কর রিটার্ন জমাদানের সময়সীমা ৩১/১২/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর:

(ক) প্রতিদিন অফিস চালু করার পূর্বে প্রতিটি অফিস কক্ষ/আঙ্গিনা জীবানুনাশক দ্বারা জীবানুমুক্ত করা হয়;

(খ) থার্মোমিটার দ্বারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শরীরে তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিসে প্রবেশ করানো হয়;

(গ) অফিসে যাতায়াতের পূর্বে অফিস যানবাহন জীবানুনাশক দিয়ে জীবানুমুক্ত করা হয়;

(ঘ) কর্মস্থলে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হয়;

(ঙ) শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে অত্র অধিদপ্তর ও আওতাধীন অফিসসমূহে আগত সম্মানিত বিনিয়োগকারীগণকে তাদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং সকল ক্ষেত্রে শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা হচ্ছে;

(চ) সকল অফিসে 'No Mask, NO Service' ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা হচ্ছে; অফিসে আগত সম্মানিত বিনিয়োগকারীগণের মাস্ক না থাকলে তাকে মাস্ক ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে;

(ছ) দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে;

(জ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের করোনা (COVID-19) প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

(৩) **বাস্তবায়ন:** এ বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ে তাদের পরিবার যাতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রদত্ত নির্দেশনা মেনে চলে সে বিষয়ে সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে;

চলমান পাতা-০৩

(৪) **উপকারভোগী:** এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ করোনা ভাইরাসজনিত কার্যক্রমের উপকারভোগী;

(৫) **আর্থিক সংশ্লেষ:** এ বিভাগে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে সর্বমোট ৯১,২৯০ টাকা ব্যয় হয়েছে;

(৬) **ভবিষ্যত পরিকল্পনা:** করোনা ভাইসার (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে নতুন করে প্রাপ্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।